বুলেটিন নং ঃ নয়
প্রকাশকাল ঃ ১৫ মার্চ '৯৯
শুভেচ্ছা মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপত্র

চুক্তির এক বছর অতিক্রান্তঃ প্রতিশ্রুতি ও পরিণতি

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে "শান্তি সম্প্রীতি" প্রতিষ্ঠা আর "উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দেয়ার" গালভরা প্রতিশ্রুতি ও হরেক রকমের লোকভুলানো চিত্তাকর্ষক কথাবার্তার ঢুগঢুগি বাজিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। দেশে-বিদেশে চুক্তির আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এর গালভরা নাম দেয়া হয়েছে "পার্বত্য শান্তি চুক্তি"। যে আবেগ উচ্ছাসে উতলা হয়ে জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির চেলাচামুন্ডারা সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে, বছর না ঘুরতেই তা ফিকে হয়ে এসেছে। জনগণের কাছে সব পরিষ্কার হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জনসংহতি সমিতিকে রাজনৈতিকভাবে ঠকাতে পেরে সাফল্যের গর্বে গদগদ হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত দুঃখী লাঞ্ছিত মানুষের আর্তনাদ "চুক্তির" মাধ্যমে সাময়িকভাবে আড়াল রাখতে পারার সাফল্যটুকু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দিক থেকে "ঐতিহাসিক সাফল্য" তো বটেই।

আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮ মহাসমারোহে আয়োজিত শান্তিবাহিনীর

হরেন্দ্র ও হুরিক্ষ্যার সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল মহাজনপাড়া অতিক্রম করছে।

"আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রসারণ করে ক্ষমতাসীন সরকার কৃতিত্ব জাহির করতে সক্ষম হয়েছে। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শক ও দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে খর রৌদ্রে শান্তিবাহিনী সদস্যদেরকে মাঠে বসিয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ শাসিয়ে বলেছিলেন "পার্বত্য চট্টগ্রামে সবাই থাকবে। সেনাবাহিনী থাকবে, পাহাড়ী-বাঙালী যে যেখানে আছে, সেখানে থাকবে। ... বিশৃঙ্খলা কঠোরহস্তে দমন করা হবে ..."। যে মঞ্চে (rostrum) দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা বক্তৃতা করছিলেন, তাতে ছিলো শেখ মুজিবের বিশাল প্রতিকৃতি। "হাসিনার জনক" এই শেখ মুজিব '৭৩ সালে রাঙামাটির পুরাতন কোর্ট বিল্ডিং মাঠে একই সুরে ধমক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদেরকে বাঙালী হয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সময়-স্থান ভিন্ন হলেও ঘটনার আশ্চর্যজনক মিল এটাই প্রমাণ দেয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অতীতের নীতি খুব একটা বদলায়নি।

'৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে চার দফা দাবীনামা সম্বলিত স্মারকলিপি দিতে গেলে শেখ মুজিব তা লারমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। প্রতিনিধি দলটিকে এমনকি বসতেও বলা হয়নি। দেখুন life is not ours, May 1991, Page : 14]

সে সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন "লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ! বেশী বাড়াবাড়ি করো না। চুপচাপ থাক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের অস্ত্র দিয়ে মারবো না (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন) প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ... ১০ লাখ বাঙালী অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো। [দেখুন, ১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে (১) পৃষ্ঠা- ১৮, ১৯]

কোন ধরনের রাখঢাক না করে সেদিন শেখ মুজিব পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপারে আওয়ামী সরকারের নীতি ও কলাকৌশল পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়, মুজিবের আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখানে অযৌক্তিকভাবে তিন তিনটা সেনানিবাস (full fledged cantonment) স্থাপন করা হয়েছিল। দেশের আর অন্য কোন জেলা বা অঞ্চলে তা করা হয়নি। মুজিব সরকার প্রথম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে বৈরী নীতি অবলম্বন

(৭ম পাতায় দেখুন)

সন্তু লারমার জনসভায় চুক্তির জরিপ!

আদমবেপারী সন্তু লারমা তার চেলাচামুণ্ডদের নিয়ে ৩০ ডিসেম্বর দীঘিনালা থানার বড়-আদামে আপোষ চুক্তির গুণকীর্তন করতে মিটিং-এর আয়োজন করেন। উক্ত মিটিং-এ উৎসুক শ'খানেক লোকজন জড়ো হয়। বক্তারা আপোষ চুক্তি বিষয়ে কোন বক্তব্য না রেখে শুধু পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন-কারীদের গালাগাল করতে থাকে। এতে মিটিং-এর দর্শকদের মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। লোকজন মিটিং স্থল থেকে চলে যেতে থাকে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে জেএসএস-এর কেন্দ্রীয় নেতা গৌতম চাকমা (অশোক) উপস্থিত দর্শকদের চুক্তি সমর্থন করেন কিনা প্রশ্ন করতে হাত উঠাতে বলেন। মাত্র ৮/৯ জন হাত ওঠায়। মঞ্চের সামনে বসা জনৈক শান্তিবাহিনী (১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আত্মসর্ম্পন করেছিল) সে হাত তো ওঠাইনি বরং মন্তব্য করতে থাকে - "চুক্তিতো আমিও মানি না। আমাদেরকে ভুল বুঝানো হয়েছে। চুক্তি করে নেতারাই লাভবান হয়েছে। আমি আর্মি ক্যাম্পের জন্য এখনো আমার বাড়ীর ভীটায় যেতে পারিনি"।

উল্লেখ্য, শান্তিবাহিনীরা যখন ২২ ফেব্রুয়ারি বড়আদামে সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দিচ্ছিল দীঘিনালার বীর জনতা সেদিন প্রতিবাদ জানায়। সে দিন তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা

ইউপিডিএফ নামে নতুন পার্টির আত্মপ্রকাশ

স্বাধিকার বার্তা

সন্তু চক্রের নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সব শেষ হয়ে যায়নি। যেমনভাবে ১৯৮৫ সালে প্রীতি গ্রুপের আত্মসমর্পণের পর আন্দোলন থেমে থাকেনি। পৃথিবীর বুকে মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুক্তিকামী জনগণ নতুন করে লড়াই সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। এই দুর্দমনীয় লড়াই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জন্ম লাভ করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন। এরপর নয় বছর ধরে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিলো ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ

পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলন ঃ

গত বছর ২৫-২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক পার্টিপ্রস্তুতি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই নতুন পার্টির আত্মপ্রকাশ। ইউপিডিএফ-এর আবির্ভাব পার্বত্য চট্টগ্রামে এক যুগান্তকারী ঘটনা, আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এই ঐতিহাসিক পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনে অংশ নেন তিন সংগঠনের ১২৫ জন প্রতিনিধি। এছাড়া সম্মেলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহণ করেন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ পরিষদ ও সাবেক শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধিরা।

পুরো সম্মেলনকে চারটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়। প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপায়ন খীসা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শোক প্রস্তাব ও Resolution of Remembrance বা স্মরণ প্রস্তাবনা পাঠ করা হয় এবং সদ্য কারামুক্ত নেতাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এরপর পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনের আহ্বায়ক রবিশঙ্কর চাকমা এই সম্মেলনের পটভূমি ও নতুন পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাবেক পিসিপি সভাপতি সঞ্চয় চাকমা, বর্তমান সভাপতি দীপায়ন খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কবিতা চাকমা, পিজিপি খাগড়াছড়ি শাখার সভাপতি দীপায়ন চাকমা, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষে নতুন কুমার চাকমা ও সাবেক শান্তিবাহিনী সদস্য সাধিন বিকাশ চাকমা।

সভাপতির ভাষণে প্রসিত খীসা বলেন, পার্বত্য চুক্তির কৃত্রিম উল্লাস হট্টগোলের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনাচে কানাচে কান্নার রোল চাপা পড়ে আছে। পার্বত্য জনগণের আশা আকাঙ্খা, বঞ্চনা আর না বলা কথাগুলোই আমরা এ সম্মেলনে তুলে ধরতে চাই। একটা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়া মানেই জনগণ ব্যর্থ নয়, সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। '৮৯-এর ছাত্র জাগরণের মধ্য দিয়ে যে শক্তি গড়ে উঠেছে সে শক্তি শাসক-শোষক শ্রেণীর সমস্ত দমনপীড়ন ও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে লড়াই করেছে। সেই শক্তি নতুন করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন বেগবান করতে চায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি অধিবেশনে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর পার্টির নাম ইউনাইটেড

(৭ম পাতায় দেখুন)

এলাকা সংবাদ

দুই নাম্বারীদের চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় কার্বারী খুন

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ দীঘিনালা থানা সদর হতে ৭ কি:মি: উত্তরে রাঙাপানি ছড়ার কার্বারী টিলার কার্বারীকে সন্তু লারমা কর্তৃক লেলিয়ে দেয়া দুই নাম্বারীরা ৩০ জানুয়ারি রাত্রে পিটিয়ে হত্যা করে।

ঐ দিন রাত ৯টার সময় শান্তনু চাকমার নেতৃত্বে কতিপয় সন্ত্রাসী কার্বারী টিলার কার্বারী বীরলাল দেওয়ান (৪৫) এর-উপর হামলা চালায়। এতে কার্বারী মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জানা যায়, দুই নাম্বারীরা রাঙাপানি ছড়া বহুমুখী উন্নয়ন সমিতি নাম দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত রয়েছে। উত্তোলিত চাঁদার টাকা দিয়ে মদ, গাজা, হিরোইন ও জুয়ার আসর বসাতো। স্বাভাবিক-ভাবে পাড়ায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ কারণে পাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা ও পাড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে পাড়ার কার্বারী বীরলাল দুই নাম্বারীদের চাঁদা উত্তোলনে বাধা দেয়। এতে দুই নাম্বারীরা ক্ষিপ্ত হয়। ১৮ জানুয়ারি কার্বারীকে হুমকী দিয়ে রাঙাপানি ছড়া বহুমুখী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ধর্মজ্যোতি দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক ও দুই নাম্বারী ছাত্র পরিষদের কার্বারী টিলা আঞ্চলিক শাখার স্বঘোষিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত একটি চিঠি প্রেরণ করে। এ চিঠি প্রেরণের ১২ দিনের মাথায় কার্বারীকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো।

কার্বারীকে পিটিয়ে হত্যা ও এলাকায় চাঁদাবাজি সহ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য জনগণের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বলে জানা গেছে।

মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার দায়ে "দুই নাম্বারী" আটক

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ি জেলা সদর হতে ১০ কি:মি: উত্তরে জোড়মরমের শিব মন্দির প্রাঙ্গণে শিব মেলা চলাকালে ১৪ ফেব্রুয়ারি জনতা দুই নাম্বারীদের দুই সদস্যকে উচ্ছৃংখলতার দায়ে আটক করে।

এদিন দুপুরে দুই নাম্বারী বলে পরিচিত পিসিপি থেকে বিতাড়িত অংশের সদস্য রিন্টু চাকমা নারানখিয়া, খাগড়াছড়ি ও শিমুল চাকমা কাট্টলতলি, রাঙামাটি, মেলায় গিয়ে উচ্ছৃংখল আচার আচরণ ও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে। ফলে মেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত কর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণ তাদেরকে আটক করতে বাধ্য হয়।

এ খবর খাগড়াছড়িতে সন্তু লারমার তাঁবেদার ভাড়াটে সৌখিন, শক্তিপদ, ব্রজ কিশোরদের কানে গেলে তারা পুলিশকে উস্কানী দেয় পিসিপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য। পুলিশের এএসপি ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপযাচক হয়ে নারানখিয়ায় রিন্টুর অভি-ভাবকদের কাছে চাপ দেয় পিসিপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য। কিন্তু রিন্টুর অভিভাবক এতে রাজী হয়নি।

এক পর্যায়ে পুলিশ রিন্টুর বাবাকে চাকুরিচ্যুত করার ভয়ও দেখায়। অবশ্য রিন্টু ও শিমুলকে ১৬ ফেব্রুয়ারি জনগণ আটকাবস্থা থেকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের মতো এ বছরও শিব মন্দির প্রাঙ্গণে শিব মেলা বসে এবং এতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

প্রকৃত দেশ প্রেমিক সংগ্রামীরা, ঐক্যবদ্ধ হোন

শিব মন্দির এলাকা আক্রান্ত, বাঘাইহাটে হামলা

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা তৎপরতা অব্যাহত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অন্যায় খবরদারি ও দমন পীড়ন পুরোমাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। চুক্তির দামা-দোলে সেনা তৎপরতাকে ধামাচাপা দেবার প্রচেষ্টা চললেও সাম্প্রতিককালের নগ্ন সেনা হামলা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিতে সেনা-বাহিনীর ভূমিকা জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শিব মেলা চলাকালে খাগড়াছড়ির জোরমরম এলাকার আশেপাশের গ্রামে সেনাবাহিনী হামলা চালিয়ে শিশু, নারী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাউকেও রেহাই না দিয়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করে। উন্মত্ত সেনা জোয়ানরা নারীদের শ্লীলতাহানি করেছে বলেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে। বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালিয়ে লোকজনের সোনা-দানা, টাকা-পয়সাও লুট করেছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। সেনা জোয়ানদের হামলায় অনেকেই গুরুতর জখম হয়েছেন। হামলা শেষে ফেরার পথে খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়কে সেনা জোয়ানরা ১৩জন নিরীহ পথচারীকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ধৃতদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়ে তাদের আহত করে এবং পরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টার দিকে খাগড়াছড়ি সেনা জোনের আওতাধীন কুকিছড়া ক্যাম্পের জোয়ানরা পেরাছড়ার হেডম্যান পাড়ার একটি দোকানে লুটপাট চালায়। ঐ সময় দোকানের মালিক মিঃ বুকুল বিকাশ চাকমা পিং মৃত মনোষ চাকমা দোকানে ছিলেন না। ছিলেন তার স্ত্রী। সেনা জোয়ানরা অযথা তাকে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার সাথে অশ্লীল আচরণ করে, তাকে শারিরীকভাবে নির্যাতনও করে।

এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তল্লাসীর নামে সেনা জোয়ানরা দোকানের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে নগদ প্রায় তিন হাজার টাকা ও দুই হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে কুকিছড়া ক্যাম্পের সেনা কমান্ডার জনৈক জুম্ম কাঠ ব্যবসায়ী হতে সেগুন কাঠ চেয়ে যথারীতি না পাওয়ায় আক্রোশ পুষে রাখে। অপর একজন জুম্ম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নাম মাত্র দামে জ্বালানী কাঠ না পাওয়ায় হেডম্যান পাড়া ও গাছবান এলাকার জনসাধারণের উপর সেনা কমান্ডারের আক্রোশ পুঞ্জিভূত হয়েছিল। শিব মেলায় টহল দিতে গিয়ে সেনা কমান্ডার ঐ এলাকার জনগণের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।

ঘটনার সূত্রপাট ঘটে ১৬ ফেব্রুয়ারি মেলা চলাকালে একটি টেক্সী জনৈক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে আহত করলে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতাকে লাঠিপেটা করে থামাতে গেলে জনতার সাথে সেনাদের সংঘর্ষ বাধে। উত্তেজিত জনতা খাগড়াছড়ি-পানছড়ি সড়কের একটি হোন্ডা ও একটি বাস পুড়িয়ে দেয়। ক্ষুব্ধ জনতার রোষ দেখে সেনা জোয়ানরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ক্যাম্পে সরে আসে। পরে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে সেনা জোয়ানরা খাগড়াছড়ি জোন ও কুকিছড়া ক্যাম্প হতে দলভারী হয়ে ১০/১২ টি পিকআপে করে ঘটনাস্থলে যায় এবং আশে-পাশের গ্রামগুলোতে মধ্যযুগীয় কায়দায় হামলা চালায়।

(৩য় পাতায় দেখুন)

রাঙামাটির প্রত্যন্ত এলাকায় পিজিপি-পিসিপি নেতবৃন্দের সাংগঠনিক সফর সমাপ্ত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৮ থেকে ২৫ নভেম্বর রাঙামাটি জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সাংগঠনিক সফর অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে।

১১ সদস্য বিশিষ্ট সাংগঠনিক টীমের নেতৃত্ব দেন পিজিপি'র অনিল বিকাশ চাকমা, সহ সভাপতি খাগড়াছড়ি জেলা শাখা ও পিসিপি'র রূপক চাকমা সহ সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি।

সফরকারী টীমটি শেলছড়ি, বিঙিছড়া, বামে হাড়িকাবা, বড় হাড়িকাবা, বলিপাড়া (সুবলং), বেতছড়ি (বরকল), হাজাছড়া (বরকল), মিদিংগা ছড়ি, টিবিরা ছড়ি (বন্দুক ভাঙা) সহ বিভিন্ন এলাকায় সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়। জনগণ ব্যাপক উৎসাহের সাথে এতে অংশগ্রহণ করেন। তারা অত্যন্ত খোলামেলা ভাবে নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ আন্দোলন ও স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সাংগঠনিক টীমের নেতৃবৃন্দ আগামীতে যে কোন ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে জনগণের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন।

"ফুলের মালা দেওয়া বড় কথা নয় ..."

সন্তু লারমার সমর্থনপুষ্ট দুই নাম্বারী আখ্যা পাওয়া পিসিপি থেকে বিতাড়িত চক্রটি নান্যাচর গণহত্যার হোতা খুনীদের সাথে আঁতাত করেছে। উদ্দেশ্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নান্যাচর হত্যাযজ্ঞের ৫ম বার্ষিকীর কর্মসূচি বানচাল করে দেওয়া। তারা নান্যচর গণহত্যা দিবসের একদিন আগে অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর '৯৮ গণহত্যা সংঘটন-কারী খুনী, পার্বত্য গণপরিষদের সাথে যৌথভাবে নান্যচর বাজারে মিছিল করে। ১৭ই নভেম্বর শহীদদের উদ্দ্যেশ্যে কোনরূপ কর্মসূচি পালন না করে বাজারে আড্ডা দেয়। কেন তারা শহীদদের প্রতি সম্মান দেখায়নি তা স্থানীয় একজন জানতে চাইলে তাদের একজন বলেন, "ফুলের মালা দেয়া বড় কথা নয়, আমরা যদি সারাদিন সেখানে (শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে) শুয়ে থাকি তাহলেও জনগণ আমাদের বিশ্বাস করবে না। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পক্ষের লোকেরা আমাদের শেষ করে দিলো।" সন্তুচক্র ও দুই নাম্বারীরা যে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তার এই উক্তিই বড় প্রমাণ। আসলে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পক্ষের লোকেরা তাদেরকে "শেষ" করে দেয়নি তারা নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে আত্মহত্যা করেছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পন্থীরা বরং বিভিন্ন সময় তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল, সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পন্থীরা যা করেছে তা হচ্ছে সন্তু চক্র ও দুই নাম্বারীদের মুখোশ জনসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছে।

পানছড়িতে সেনা-পুলিশ কর্তৃক পিজিপি-পিসিপি কর্মী আটক, পরে জামিনে মুক্তি লাভ

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ ১৩ ফেব্রুয়ারি শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুই নাম্বারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে পুলিশ পিজিপি, পিসিপি'র ১০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্ত্র মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা গেছে।

শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্যা হত্যার প্রতিবাদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিল ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পানছড়ি থেকে শতাধিক নেতা-কর্মী খাগড়া-ছড়িতে আসে। বিকালে বাড়ী ফেরার পথে পানছড়ি সেনা জোনের চেকপোষ্টে তাদের গাড়ী আটকানো হয়। সেখানে দুই নাম্বারীদের সহায়তায় পিজিপি পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি বুদ্ধমনি চাকমা সহ ১০ জন নেতা-কর্মীকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে থানায় ষড়যন্ত্র-মূলকভাবে অস্ত্র মামলা রজু করে। এ খবর পানছড়ি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেনা ও পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাদেরকে গভীর রাতে কড়া প্রহরায় খাগড়াছড়িতে নিয়ে আসে। তারপর দিন কোর্ট থেকে সকলকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

খাগড়াছড়িতে বনায়নের নামে জুম্ম উচ্ছেদের পাঁয়তারা

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানায় ২৪৭ নং যুগলছড়ি মৌজার ১,১১৫ একর জমিতে বনায়নের নামে শত শত জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা চলছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এটিএম মহিউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত [স্মারক নং এমএ-১৩/৯/৩৮/৯৮ ১৮(৪)] ৫ জানুয়ারি '৯৯ তারিখে জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পানছড়ি থানার যুগলছড়ি মৌজার ১,১১৫ একর ভূমিতে সরকার বনাঞ্চল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে যুগলছড়ি মৌজার ৮টি গ্রাম ১) হেলা দুলা পাড়া ২) রান্যাবাড়ী গ্রাম ৩) ছোট বাড়ী গ্রাম ৪) কাঠালমণি পাড়া ৫) ভাষ্কট পাড়া ৬) কংজরী পাড়া ৭) গুণধর পাড়া ৮) মুগলী মোহনপাড়া এর শত শত পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়বে। এদের অধিকাংশই দরিদ্র, অশিক্ষিত ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের। ইতিপূর্বে সরকার এই মৌজায় ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ২,৫৬৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করেছে। কিন্তু ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া একটি পরিবারকেও আজ পর্যন্ত পুনর্বাসন করা হয়নি।

সরকার বনায়নের নামে জুম্ম উচ্ছেদ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অব্যাহত রেখেছে। রাঙামাটি জেলার রাজস্থলীতে বনায়নের নামে হাজার হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ করে জুম্মদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উচ্ছেদকৃতদের মধ্যে ২০০ খিয়াং পরিবার বহু আগে উচ্ছেদ হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা খিয়াং জাতির অধিকাংশের বসবাস এই রাজস্থলী এলাকায়।

জেএসএস, দুই নাম্বারী ও সরকারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, ইউপিডিএফ-এর পতাকা তলে সমবেত হোন

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা তৎপরতা অব্যাহত

(২য় পাতার পর)

রাঙামাটি বাঘাইহাট অঞ্চলে ২৪ জানুয়ারি পিসিপি কর্মীরা মিটিং করতে গেলে বাঘাইহাট সেনা জোনের মেজর আশরাফ এর নেতৃত্বে একদল সেনা জোয়ান বিনা উস্কানীতে হামলা করে। সেনাদের হামলায় পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠন বিষয়ক সম্পাদক দীলিপ ও দপ্তর সম্পাদক মিল্টন চাকমাসহ বেশ কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়। বাঘাই-হাট গুচ্ছগ্রামে পিসিপি'র ৪৫ সদস্যের একটি টীম মিটিং করতে গেলে দুপুর ১টার দিকে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প থেকে মেজর আশরাফ এই হামলা পরিচালনা করে। এ ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতি নামধারী আদমবেপারীদের মদদপুষ্ট দুই নাম্বারীদের হাত রয়েছে। জুম্ম জনগণের আন্দোলন বানচাল করার হীন-উদ্দেশ্যে এই দুই নাম্বারীরা স্পাইগিরি ভূমিকায় নেমেছে। বিভিন্ন সময়ে তারা সেনা ক্যাম্পে মিথ্যা বানোয়াট তথ্য দিয়ে টু-পাইস কামাই করে নিচ্ছে। ঘটনার দিন পিসিপি নেতা-কর্মীদের উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত শারিরীক-ভাবে নির্যাতন করা হয়। অন্যদিকে সরকারের মদদপুষ্ট দুই নাম্বারী স্পাইদেরকে সেনা জোয়ানরা কড়া নিরাপত্তা দিয়ে মারিশ্যা বাজারে পৌছে দেয়।

এই ঘটনা বাঘাইছড়ি এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জনতা জনসংহতি সমিতি নামধারী আদমবেপারী ও দুই নাম্বারীদের উপর ক্ষুব্ধ হয়। এলাকায় জনসংহতি সমিতি ও দুই নাম্বারীদের কার্যকলাপ উন্মোচিত হয়েছে।

এদিকে পানছড়ি থানায় পিসিপি ও পিজিপি নেতা কর্মীদের ধরে আন্দোলন স্তিমিত করে দেবার হীন উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী তৎপর রয়েছে। সেনাবাহিনীর কাজে সহযোগিতা দিচ্ছে কুসুমপ্রিয় ও প্রদীপলালের খুনী চক্র দুই নাম্বারীরা। ১৩ই ফেব্রুয়ারি শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্যার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে খাগড়াছড়ি হতে ফেরার পথে পানছড়ি সেনা ক্যাম্পে পিজিপি নেতা বুদ্ধমণি সহ ১০জন পিসিপি ও পিজিপি নেতা-কর্মীকে সেনাবাহিনী আটক করে। এ সময় মুখোশ পরিহিত অবস্থায় দুই নাম্বারী স্পাইরা সেনাবাহিনীর সাথে ছিল। তারাই পিজিপি ও পিসিপি নেতা-কর্মীদের চিনিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। পানছড়িতে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলতে এই দুই নাম্বারী খুনী চক্ররা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষীছড়ি থানাধীন বর্মাছড়ি এলাকায় ১৭ই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা সুবেদার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিভিন্ন পাড়ায় হানা দিয়ে এলাকায় আতংকজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে।

দীঘিনালা থেকে স্বাধিকারের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, মৃণাল ও আনন্দময় চাকমার খুনীরা চিহ্নিত ও তাদের একজন ধৃত হওয়ায় সেনা তৎপরতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সাথে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের গোপন যোগসাজশ রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। খুনীদের সাথে, সেনাবাহিনী জড়িত থাকার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকায় সেনারা নানাভাবে খুনীদের রক্ষা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন হত্যাকাণ্ডের সাক্ষীদের সেনাবাহিনী নানাভাবে হয়রানি করছে এবং হুমকী দিচ্ছে। কারণে অকারণে ঘটনার প্রতক্ষদর্শীদের বাড়ীতে হানা দিয়ে তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে।

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ : বাম থেকে ধ্রুব জ্যোতি চাকমা, রবি শঙ্কর চাকমা, প্রসিত খীসা, সঞ্চয় চাকমা ও দীপ্তি শঙ্কর চাকমা।

আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন

(৭ম পাতার পর)

(৮) ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বাধীন তিন সংগঠনের আন্দোলনের কারণে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

(৯) বর্তমানে ইউপিডিএফ সন্তু চক্র ও আওয়ামী লীগ সরকারের যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত দুই নাম্বারী- জেএসএস-সেনা-বাহিনী-দালালদের জোটকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করছে এবং ইতিমধ্যে সন্তু চক্র কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণেরই আন্দোলনের ফসল। তাই এই পার্টি জনগণের পার্টি। জনগণকেই একে রক্ষা করতে হবে। ইউপিডিএফ-এর পতাকালে ঐক্যবদ্ধ হোন, বৃহত্তর আন্দো-লনের প্রস্তুতি নিন।

নিজের অস্ত্রের গুলিতেই

আদম বেপারী সন্তু লারমা আপোষচুক্তির গুণকীর্তন করতে বড়আদাম সফর নির্ধারিত হওয়ার পর কতিপয় আত্মসমর্পণকারী শান্তি-বাহিনীর সদস্য তৎপর হয়ে ওঠে। তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ অবস্থায় ২৯ ডিসেম্বর রাত ১১টায় কান্তিদেব চাকমা (জোসেফ) নিপুন চন্দ্র চাকমা (রশ্মি) সহ চারজন মাতাল অবস্থায় সশস্ত্র হয়ে ঘুরাফেরা করতে থাকে। তারা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পাড়ার দোকান থেকে সিগারেট নেয়। এক পর্যায়ে কান্তিদেব নিজের শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায়। এ সময় কোমড়ে গোজা অস্ত্রের উপর চাপ পড়লে গুলি ছুটে যায় এবং গুলিটি তার হাটুতেই বিদ্ধ হয়। এ ঘটনাটি জেএসএস পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পন্থীদের কাজ বলে প্রচার করার অপচেষ্টা চালায়। প্রকৃত ঘটনাটি স্থানীয় লোকজন জেনে মন্তব্য করতে থাকে "নিজের কর্মফল নিজেই পেয়েছে।"

পিসিপি পানছড়ি থানা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পিসিপি পানছড়ি থানা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল ও সম্মেলন ২৮ জানুয়ারি পানছড়ি বাজারের জিরো পয়েন্টে ছাত্রনেতা দেবোত্তম চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে খররোদ্রতাপ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অরুণ কুমার চাকমা। এরপর বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর সদস্য সঞ্চয় চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা, সাধারণ সম্পাদক কাহ্না চিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কবিতা চাকমা, পানছড়ির প্রবীণ জননেতা জগদীশ চন্দ্র চাকমা, ছাত্রনেতা অনিমেষ চাকমা (রিংকু) ও চপল দেওয়ান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা লতিবান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জননেতা কুসুন প্রিয় চাকমা ও প্রদীপ লাল চাকমাকে হত্যা করে। এরপরও প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। বরং উল্টো তিন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। সন্তু লারমা চুক্তির আগে চুক্তি বিষয়ে গাল ভরা বক্তব্য দিয়েছিলেন। দিন যতই যাচ্ছে তার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে। চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা তৎপরতা কমেনি। গত ২৩ জানুয়ারি বাঘাইছড়িতে পিসিপি কর্মীরা সাংগঠনিক সফরে গেলে তাদেরকে সেনা সদস্যরা মারধর করে। পানছড়িতে সেনা সদস্যরা নেতা-কর্মীদের ধরার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

পরে অরুণ কুমার চাকমাকে সভাপতি, কালোপ্রিয় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং স্বরবিন্দু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপায়ন খীসা।

আন্তর্জাতিক

সন্তু লারমার প্রতি সিজেএসইউ

"খুন ও অপহরণের রাজনীতি বন্ধ করুন"

কলকাতা প্রতিনিধি ॥ কলকাতা জুম্ম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে তথাকথিত শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন ও অপহরণের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জুম্ম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সদস্য সচিব সুমন দেওয়ান স্বাক্ষরিত উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, জেএসএস তথা সন্তু লারমার সমর্থিত কিছু সন্ত্রাসীর হাতে নব গঠিত রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ-এর কর্মীরা খুন ও অপহৃত হচ্ছে। খুন ও অপহরণের রাজনীতি সাধারণ জনগণের কখনো কাম্য নয়। তাই এ সমস্ত খুন, অপহরণ তথা নোংরা রাজনীতি পরিহার করে সুষ্ঠ রাজনীতির ধারা গড়ে তোলার জন্য সন্তু লারমার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিজেএসইউ।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সরকারের সাথে আপোষ চুক্তি অথবা বিরোধী দলের নেতাদের সাথে সমঝোতামুলক আলোচনা করে জুম্ম জনগণের মুক্তি কখনো সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমাধান হচ্ছে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসন। তাই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ আন্দোলনে সকল স্তরের জনগণকে সামিল হওয়ার জন্য জুম্ম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে জুম্ম জনগণকে বিভক্ত করার সরকারি ষড়যন্ত্রে পা না দিয়ে এবং সরকার ও বিরোধী দলের সাথে আপোষ, লেজুরবৃত্তি, নোংরা রাজনীতি, দালালীপনা পরিহার করে অতীতের সকল মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সন্তু লারমা তথা জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, লারমার ১৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সিজেএসইউ-এর একটি প্রচারপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন, ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রতি-শ্রুতিপূরণ, লোগাং নান্যাচরসহ এ যাবৎ সংঘঠিত সকল গণহত্যার তদন্ত ও বিচার, কল্পনা চাকমা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও দোষীদের যথোপুযুক্ত শাস্তি প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি সহ সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছিল।

ইউপিডিএফ নেতৃত্বের প্রতি CHT জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক, জাপান-এর অভিনন্দন

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ জাপানে অবস্থানরত জুম্মদের সংগঠন সিএইচটি জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান নতুন রাজনৈতিক পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-কে অভিনন্দন ও নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

সংগঠনটির সেক্রেটারি জেনারেল শঙ্কর চাকমা ১৮ই জানুয়ারী '৯৯ এক বার্তায় আশা প্রকাশ করে বলেন, এই পার্টি অনিবার্যভাবে সবাইয়ের কাছে নাড়া দেবে। জেএসএস দেউলিয়া হওয়ায় প্রবাসী জুম্ম জনগণ জুম্ম জাতির অস্তিত্ব প্রশ্নে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। এজন্য একমাত্র সন্তু চক্রই দায়ী। তিনি আরো বলেন, যে সব জুম্ম সারা বিশ্বব্যাপী অবস্থান করছেন তারা জুম্ম জনগণের মঙ্গলের জন্য, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ চালাবে এবং তারা ইউপিডিএফ-এর প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাবে। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান নতুন পার্টির পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী সমাধান

স্বাধিকার
বুলেটিন নং ঃ নয়, ১৫ই মার্চ '৯৯

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ এক বছরেরও বেশী সময় পরে স্বাধিকার প্রকাশিত হলো। এই সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু ঘটনা ও দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অনেক কিছুই উলোট-পালট হয়ে গেছে। আন্দোলনকারীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তদের মুখোশ খুলে পড়েছে। জনতার রোষানলে পড়ার ভয়ে তারা এখন সেনা-পুলিশ প্রহরায় রয়েছে। পর্দার অন্তরালে এতকাল যে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলে— তা ২ ডিসেম্বর '৯৭ ও ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮ জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির সরকারের সাথে আপোষ ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে। জনমনে যে সন্দেহ ও সংশয় ছিলো তাও দূরিভূত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজে এ যাবৎ নিরবে চলছিলো ভাঙা-গড়ার পর্ব। এর একদিকে যেমন একটা পুরাতন জীর্ণ অংশ ভেঙে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি নতুন একটা শক্তিরও উত্থান হচ্ছিল। ইতিহাসের এটাই শ্বাশত নিয়ম। রাজনৈতিক আদর্শিকভাবে বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হয়ে জনসংহতি সমিতি জরাজীর্ণ ও ভগ্নদশায় পতিত হয়। সবার অলক্ষ্যে এই গোষ্ঠি দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। লড়াই-সংগ্রাম গুটিয়ে ফেলে ক্ষমতাসীন সরকারের আশ্রয় পাবার জন্য এই গোষ্ঠিটির কতিপয় চেলাচামুণ্ডা মরিয়া হয়ে ছিলো। যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনসংহতি সমিতি চুক্তি ও আত্মসমর্পণ করে। ক্ষমতাসীন সরকারের বি-টিমে পরিণত হয়।

অন্যদিকে সমাজের মধ্য থেকেই আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে উঠে নতুন শক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সন্ধিক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে United People's Democratic Front (UPDF). পাহাড়ী গণপরিষদ-পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পোড় খাওয়া কর্মী সহযোদ্ধাদের নিয়েই ইউপিডিএফ জনগণের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো আবির্ভূত হয়েছে।

এ যাবৎ স্বাধিকার বুলেটিন পাহাড়ী গণ-পরিষদ-পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপাত্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে আসছিলো। ইউপিডিএফ এই তিন সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি তথা অগ্রণী পার্টি। আগামী সংখ্যা হতে স্বাধিকার ইউপিডিএফ-এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হবে।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের বি-টিম জন-সংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটি সন্ত্রাসীদের হাতে অপহৃত হয়ে খুন হয়েছে ইউপিডিএফ-র নেতৃত্বাধীন সংগঠন পাহাড়ী গণপরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৬ জন নেতা কর্মী। আমরা স্বাধিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হতে গভীর শোক ও দুঃখের সাথে শহীদ কুসুম প্রিয়, শহীদ প্রদীপ লাল, শহীদ হরেন্দ্র, শহীদ হরিক্ষ্যা, শহীদ আনন্দময় ও শহীদ মৃণালকে স্মরণ করছি। স্বাধিকার দৃপ্ত অঙ্গীকার করছে- এই প্রকাশনা শহীদদের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

অনেক সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে স্বাধিকার প্রায় গত দেড় বছর যাবৎ প্রকাশ করা যায়নি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আগামী সংখ্যা হতে স্বাধিকার মাসিক করার ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চলছে। যারা সংবাদ ও প্রতিবেদন পাঠান-তাদেরকে নিয়মিত পাঠানোর অনুরোধ থাকলো।

স্বাধিকারের এ সংখ্যায় সঙ্গত কারণেই জনসংহতি সমিতি ও সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতনের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। জনগণের উপর যে কোন দমন-পীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার সোচ্চার থাকবে- এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট

প্রাথমিক ঘোষণা

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক অবহেলিত, দমনপীড়নে নিষ্পেষিত অশান্ত ভূ-খণ্ডের নাম। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস যুগপৎ একদিকে নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা আর অন্য-দিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী সংখ্যালঘু জাতি-সত্বাসমূহের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতি দেশের অপরাপর অঞ্চল হতে ভিন্ন এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত।

সুদূর অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ছিলেন বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত স্বাধীন। তখনকার যুগের পরাক্রমশালী শাসকদের মাঝে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল Buffer State এর মতো। ব্রিটিশ ও উপনিবেশিক শক্তি কালক্রমে সারা ভারতবর্ষ গ্রাস করতে সক্ষম হলে, তাদের পরবর্তী টার্গেট হয় সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপ-নিবেশিক থাবা বিস্তার করতে চাইলে ব্রিটিশদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলে। মুঘল শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখে।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক ছলাকলার কাছে এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হেরে যান। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area (বহির্ভূত এলাকা) হিসেবে মর্যাদা দেয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ শাসনবিধি 1900 Act (Hill Tracts Manual) প্রণয়ন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম "বিশেষ অঞ্চল" হিসেবে 1900 Act অনুযায়ী আলাদাভাবে শাসিত হতো।

আন্দোলনের চাপের ফলে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তি অবশেষে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। '৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের অনেক অনিয়ম ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পার্বত্য চট্টগ্রামের "বিশেষ মর্যাদা" অক্ষুন্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। '৫৬ সালে প্রণীত পাকি-স্তানের প্রথম সংবিধানে 1900 Act অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা "পৃথক শাসিত অঞ্চল" হিসেবে রাখা হয়। '৬২ সালে দ্বিতীয় বার সংবিধান রচিত হলে তখন "পৃথক শাসিত অঞ্চল" শব্দের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতীয় অঞ্চল" হিসেবে দেখানো হয়। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী সুকৌশলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ন করে জনগণের উপর জোর জবরদস্তি চালায়। পাকিস্তানের সিকি শতাব্দী কালের শাসন ছিলো অসহনীয়।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়িন-নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির যে দুর্নিবার আকাঙ্খা নিয়ে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দেশ স্বাধীন হয়ে জনগণের সে আশা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সরাসরি নির্যাতন ও শোষণ হতে মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি বা বিজয় অর্জিত হয়নি। পাকিস্তানী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর জায়গায় বাঙালী জনগণের মধ্য হতে উঠতি ধনিক, বনিক ও আমলাগোষ্ঠী দেশের শাসন ক্ষমতা কব্জা করে ফেলে। এই নব্য শাসকগোষ্ঠী সাধারণ জনগণের উপর আগের মতোই একটু ভিন্ন কায়দায় শোষণ নিপীড়ন শুরু করে। স্বাভাবিকভাবে দেশ স্বাধীন হয়েও, সাধারণ জনগণের ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

অন্যদিকে দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা আরো করুণ, আরো মর্মান্তিক। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মতোই দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নব্য শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে বৈরী আচরণ করতে থাকে। পাকিস্তানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যতটুকু অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত ছিলো, দেশ স্বাধীন হয়ে তাও খর্ব করা হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতি-সত্বাসমূহের বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। সংবিধানে জাতিসত্বার স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কণ্ঠরুদ্ধ করতে চালানো হয় অত্যাচার-উৎপীড়নের স্টীম রোলার। বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদ করে নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার সব ধরনের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু সংগঠনের আবির্ভাবও ঘটে। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে অনেক সংগঠন বিলীন হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে দীর্ঘ দু'যুগের মতো নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পথে লড়াই সংগ্রাম করে। প্রথম দিকে জনসংহতি সমিতি বেশ প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়।

সাম্প্রতিক কালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে "চুক্তি" (২ ডিসেম্বর '৯৭" ও "আত্ম-সমর্পণের" (১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮) মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়েছে। এই সমিতির কতিপয় নেতা জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের সুবিধাবাদী রাজনীতির নর্দমায় পতিত হয়েছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চাইতে ক্ষমতাসীন দলের অনুকম্পা লাভ করে ব্যক্তিগত ভাবে আখের গোছানোই হচ্ছে জনসংহতি সমিতির কতিপয় নেতার উদ্দেশ্য।

জনগণের আশা আকাঙ্খার বিপরীতে কোন চুক্তি বা সমঝোতা অতীতে সুফল দেয়নি। ষড়যন্ত্রমূলক কোন ব্যবস্থাও কার্যকর হয়নি। জনসংহতি সমিতির প্রীতি গ্রুপের সাথে '৮৫ সালে চুক্তি ও আত্মসমর্পণ এবং '৮৯-এ সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের সাথে সমঝোতা ও জেলা পরিষদ ব্যবস্থা-এর জাজ্বল্য উদাহরণ। "চুক্তি" ও "আত্মসমর্পনের" মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে জনসংহতি সমিতির যবনিকাপাত ঘটেছে। সময়ের দাবীতে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন একটি দলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যে দল এই অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুগুলো প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম চালাবে।

কেন এই নতুন পার্টি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সত্যিকারভাবে জনপ্রতি-নিধিত্বশীল অপর কোন পার্টি বা দলের অস্তিত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলে, আমাদের নতুন করে আর কোন পার্টি গঠনের প্রয়োজন হতো না। '৮৯-এর ছাত্র জাগরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা গণতান্ত্রিক শক্তি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্বশীল পার্টিতে যুক্ত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যৌক্তিক ভূমিকা পালন করতো।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সে ধরণের কোন পার্টির অস্তিত্ব নেই। জনসংহতি সমিতি এতদিন যাবৎ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে আন্দোলন সংগ্রাম করলেও, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে চুক্তি ও আত্মসমর্পণ করে পুরোদস্তর রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়েছে। কালের আর্বতে জনসংহতি সমিতিও এদেশের মুসলিম লীগের মতো বিলীন হয়ে যাবে, তা কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎকালে শাসকগোষ্ঠীর পরিচালিত দমন-পীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে প্রগতিশীল বাম গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের সহানুভূতিমূলক বিবৃতি ছাড়া সারাদেশে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সংঘটিত হয়নি। নির্যাতিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে সংহতিমূলক দেশব্যাপী বড় কোন কর্মসূচি পালিত হয়নি। দেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনে ও ক্ষমতা পালাবদলের পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার সময় শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দল-গুলো পার্বত্য ইস্যুটি গুরুত্ব দেয়নি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ছিয়ানব্বইয়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। নির্বাচনের ৭ ঘণ্টা পূর্বে কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও চিহ্নিত অপহরণকারীর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

পার্টির লক্ষ্য ও কাজের ধারা ঃ

আমাদের এই পার্টির লক্ষ্য হবে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্বাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা, নিপীড়ন-নির্যাতন ও শোষণমুক্ত একটা গণ-তান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

জাতিগত সাম্য, নারী-পুরুষের সমতা, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে এই পার্টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই পার্টি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর মতো এই পার্টি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী, ৮ম সংশোধনী, শত্রু সম্পত্তি আইন সহ সকল কালাকানুন বাতিলের দাবি জানাবে। এই পার্টি সকল ধরনের ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে এবং নিপীড়ন নির্যাতন বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে।

সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসমূহের স্বীকৃতি দানের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করবে।

এই পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধি-বাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের বিশেষ ইস্যু প্রাধান্য দিয়ে আমাদের পার্টি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

অনুরূপভাবে সারা দেশের নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর সাথে একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

কেন সন্তু বাবু ও তার দোসরদের বেঈমান বলা হবে না

- মি. স্রোত, ঢা.বি.

দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় জেএসএস ব্যর্থ। এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করার মতো সৎসাহস যাদের আছে তারা আমাদের সাথে তর্কযুদ্ধ করুক। শেয়ালের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে হুকুকা হুয়া ডেকে আড়াল থেকে বদনাম বা কুটসা রটানো যাদের স্বভাব, তারা সামনে এসে বুক ফুলিয়ে বলুক তথাকথিত শান্তিচুক্তি আমাদের জুম্ম জনগণের জন্য কোন স্বস্তি বা মঙ্গল এনে দিতে পেরেছে কিনা। "দেখোনা অপেক্ষা করে" এমনতরো মূলো ঝুলিয়ে গাধাকে কাজ করিয়ে নেয়া যায়। যেমন এখন অনেককে চাকরির মূলো ঝুলিয়ে জেএসএস কাজে লাগাচ্ছে (হীন কাজে বললেই যথার্থ হয়)। অন্যদিকে কেউ কেউ এই সুযোগে দালালগিরি রপ্ত করার চর্চাটা জোরেশোরে করে যাচ্ছে। আর যারা আগে থেকেই দালাল ছিলো তারা প্রথম দিকে চুক্তির "সুফল" নেবার জন্য জেএসএস-এর তোষামোদ করেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো ফাঁকা তখন আবার নাকি সুরে জনগণের উপর নিপীড়ন বঞ্চনার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে। অথচ এই দুলারাই আওয়ামী লীগ সরকারের গুনকীর্তন করে বলেছিল যে, "চুক্তিতে অমুক আছে, আমরা আমাদের সাধ্যের চাইতে অনেক বেশি পেয়েছি" ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের অকপটে বলতে চাই, কথায় চিড়ে ভিজেনা এবং ভিজে নাই। কাগুজে বাঘকে অত্যাচারীরা পরোয়া করেনা। দুএকটি মিছিল-মিটিং-সেমিনার বা লোক দেখানো হেন তেন ঘোষণায় কাগজের পাতা ভরিয়ে N.G.O-এর কিছু টাকা হস্তগত করা যায় বটে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না এবং এখনও হয়নি। হয়েছি কি? Reserve forest বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে সরকার যে ২ লক্ষ ১৭ হাজার একর জায়গা অধিগ্রহণ করছে তা রোধ করার মুরোদ তো দুলারা আজো দেখাতে পারেনি। জেএসএস ও কি কিছু করতে পেরেছে? বলা হবে "আঞ্চলিক পরিষদ তো গঠন হয় নাই। ভূমি কমিশনও কাজ শুরু করে নাই" - ইত্যাদি ইত্যাদি। এর জবাবে আমরা বলতে চাই জেএসএস আঞ্চলিক পরিষদে যেতে ভয় পাচ্ছে। তারা আঁচ করতে পারছে আঞ্চলিক পরিষদ "কাক তাড়ুয়া" ছাড়া কিছুই নয়। তাই আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা হাতে পেলে তারা Bogus-boo-এর মতো নখ দন্তহীন অক্ষম প্রাণী হয়ে যাবে আর জনতার রুদ্র রোষে পড়বে। এই ভয়ে তারা এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায় না গিয়েও ক্ষমতায় গিয়েছে এমনভাব দেখিয়ে সরকারের সাথে কথা বলছে এতদিন। সরকারকে মেকী হুমকী-ধামকী দিয়েছে এবং এখন হুমকীর বদলে অনুরোধ উপরোধ অনুযোগ করছে। আমরা ধরে নিতে পারি কয়েকদিন পর তারা সরাসরি জি হুজুর মার্কা গোলাম হোসেনের রূপ নেবে।

সন্তু একমুখে বলেছিল "পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি যৌক্তিক" আর সেই মুখেই বলছে চুক্তি বিরোধীদের প্রতিরোধ করুন। এমন নির্লজ্জ দু'মুখোকে গালি দিতে অসুবিধা কোথায়? এটা পরিস্কার যে, চুক্তি বিরোধীরাই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। আবার অনেক রাজনৈতিক হাবা-গোবাও মনে করে জেএসএসকে আন্দোলন করছে। যদি জেএসএস আন্দোলনকামী হয় তাহলে সে কিভাবে আন্দোলনকামী শক্তিকে প্রতিরোধের আহ্বান জানাবে? আমরা অনেক আগে থেকে এবং ১৭ নভেম্বর নানিয়ারচর গণ হত্যার সমাবেশে লিফলেটের মাধ্যমে জেএসএস সরাসরি আহ্বান জানিয়ে বলেছি "নূন্যতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলন করতে"। আর জাতীয় বেঈমান সন্তু আমাদের কথায় কান না দিয়ে বলে বেড়ায়-প্রয়োজনে BNP জামাতের সাথে মৈত্রী করবো। এ বছরের ফেব্রুয়ারী শেষার্ধে কলকাতায় চিকিৎসার উছিলায় গিয়ে বিএনপি'র দুই শীর্ষ নেতার সাথে গোপন বৈঠকও সন্তু সেরে ফেলেছেন বলে বিবিসি তে প্রচারিত হয়েছে।

অথচ এই সন্তু গঙরাই একদিন প্রচারণা চালিয়েছিল যে, চুক্তিবিরোধী পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের সাথে বিএনপি ও মৌলবাদী জামাতের সম্পর্ক আছে। পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনপন্থীরা "জাতির শত্রু" ইত্যাদি প্রলাপও জেএসএস বকেছে। আমার সত্যিই এই ভেবে লজ্জা হয় যে, এমন দু মুখো লোকটির নেতৃত্বে আমরা জুম্মরা একদিন আন্দোলন করেছিলাম ।।।

সন্তু বাবুরা "বাস্তবতার" দোহাই দিয়ে বলে জনগণ আন্দোলনকামী না, আন্দোলন করার মানুষ নেই — দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল না ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো কতো কিছু ...। সন্তু বাবুরা বোধ হয় "ছুল্যা কলা" খেতে চেয়েছে। যেন এলাম থুম-থাম করলাম আর স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলাম! জনগণকে এত বছর ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে জনগণকে আর্থিক মানসিক ও সামাজিক সব দিক থেকে ঠকিয়ে এখন সব হারাম-হালাল করার জন্য উদোর পিন্ডি বুঁদোর ঘাড়ে চাপিয়ে উল্টো বলছে "জনগণ আন্দোলন মুখী নয়"... ইত্যাদি ইত্যাদি। আসল কথা খুলে বললেই তো হয় যে, আমরা জেএসএস আদর্শিকভাবে বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট. আর পারছিনা।

সময়ের গতিই জেএসএস এর মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়েছে। তার যা কিছু আছে তা এখন পঁচে যাবার অপেক্ষায়। বিজ্ঞানের সূত্র বলে মৃত প্রাণীর কোষ দ্রুত পঁচে যায়। জেএসএসকে বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী প্রাণী হিসেবে ধরলে বলতে হয় যে, এর রাজনৈতিক প্রাণ মৃত। তাই জেএসএস এর কোষ "২ নাম্বারীরা" মদ-গাঁজা ফেনসিডিলে ডুবে চুর হয়ে আর জুয়া খেলে অনেকটা দ্রুত পঁচে যাচ্ছে। তারা কি রাজনৈতিক চিন্তা করতে পারবে? তারা তা পারবে না। তাই তারা রাজনৈতিকভাবে মৃত। অন্যদিকে পরগাছা সদৃশ সুযোগ সন্ধানীরা এখন অন্য তালে থেকে নতুন ভাবে নিজেদের আখের গুছাচ্ছে। আর জেএসএস এর প্রধান কোষগুলোও পঁচে গিয়েছে চাঁদার টাকা খেয়ে, নতুন দালাল গিরি রপ্ত করে।

কেউ কেউ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, আর কেউ আপনি বাঁচলে বাপের নাম এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে আখের গুছাচ্ছে। আমরা তাই ঘোষণা দিয়েছি জেএসএস-এর রাজনীতি ফুরিয়ে এসেছে। বড়জোর সে অপরাজনীতি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে। যাকে বলা যায় রাজনৈতিক প্রেতাত্মা। এর কাজ হলো রাতের বেলায় অর্থাৎ জনগণের দুর্যোগে জনগণকে ভয় দেখানো। আমরা জেএসএস এর কোষগুলোকে এই আহ্বান জানাবো যে তারা যেন রাজনৈতিক ভন্ডামি না করে সমাজিকভাবে সুবোধ হয়ে সামাজিক জীব হয়ে থাকে।

অনেকেই বলে জুম্মরা মাত্র ৬ লক্ষ আর বাঙালীরা ১২ কোটি। তাদের বলবো-জুম্মদের মধ্যে যেমন শত্রু আছে, তেমনি বাঙালীরাও সবাই শত্রু নয়। তারাই আমাদের শত্রু, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করছে-বলা যায় শাসক গোষ্ঠীরাই আমাদের শত্রু-জনগণ নয়। আর এটা বোধ হয় জানা আছে যে আধুনিক যুগ মাথা মগজ, যন্ত্র আর Technology র যুগ।

এরপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে বলবো - "এত যুক্তির পরও কেন সন্তু বাবু ও তার দোসরদের দালাল বা বেঈমান বলা হবে না? যদি কারোর যুক্তি থাকে তবে এর বিপক্ষে লিখুন। যদি আমাদের যুক্তি খণ্ডন করতে না পারেন, তবে শেয়ালের হাতে কুমিরের বাচ্চাকে সঁপে না দিয়ে দালালদের বিশ্বাস না করে সত্যিকার আন্দোলন মুখী ধারার সাথে এসে মিলিত হোন। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে বেগবান করুন।

গুইমারার জনতা পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

অং মারমা, ঢা.বি.

জুম্মো জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে চুক্তি করে ২রা ডিসেম্বর ৯৭। আর পুরোপুরি আত্মসমর্পন করে ১০ই ফেব্রুয়ারী '৯৮।

অন্যসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মতো গুইমারার জনগণকেও গালভরা আশ্বাস দিয়ে জনসংহতি সমিতি ধোঁকা দিয়েছিল। এমন কি অস্ত্র সমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগেও তারা জনগণের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে নিয়েছিল। তারা বলেছিল "আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু পার তোমরা টাকা দাও"। কিন্তু তারা কি নিয়ে চুক্তি করেছে তা বলেনি। আন্দোলনকে পানির দরে বিক্রি করে বর্তমানে জনসংহতি সমিতির কতিপয় সুযোগ সন্ধানী নেতা শেখ হাসিনার কোলে ঝাঁপ দেয়ার ধান্দায় মশগুল রয়েছে। চুক্তির আগে তারা, "সরকার জুম্মোদের প্রতি আন্তরিক শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি জনসংহতি সমিতির আস্থা রয়েছে" ইত্যাদি প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মুখাপেক্ষী করে তুলতে চেয়েছিল। জনসংহতি সমিতি তা চাইলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রথম থেকেই সংশয় ছিল। কারণ শেখ মুজিবইতো জুম্মোদেরকে বাঙালী হয়ে যাওয়ায় জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গুইমারা এলাকায় কতগুলো সাজানো মিটিঙে জনসংহতি সমিতির চেলাচামুন্ডারা তো এমন উদ্ধত্য দেখিয়ে বলেছিল "চুক্তির বিরোধীতা করা যাবে না। সরকারের পুলিশবাহিনী এখন আমাদের (জনসংহতি সমিতির) নিয়ন্ত্রণে। চক্তির বিরোধীতা করলে তাদের নাম সরাসরি সন্তু লারমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যাবে।"

চুক্তির আগেতো তারা জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজনবোধ করেনি। জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চুক্তি করার পরই জনসংহতি সমিতি জনসমর্থন পাবার জন্য নানান ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। পুরানো শান্তিবাহিনীর কায়দায় জোর জবরদস্তি করে সমর্থন আদায়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু জনগণতো বোকা নয়। আসলে শেখ হাসিনার সরকারও এতদিনে জনসংহতি সমিতির দৌড় কতদূর তা বুঝে ফেলেছে। জনগণের মধ্যে তাদের আস্থা নেই ধরতে পেরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আর তাদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না। চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়েও সরকারের মাথা ব্যথা নেই।

মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা তো এখন সরকারের পক্ষ হয়ে জনসংহতি সমিতিকে জব্দ করার জন্য যথেষ্ট। জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের কোন অলিখিত চুক্তি হয়নি বলে তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন। এমপি দীপঙ্কর তালুকদারতো আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন "সরকার চুক্তির অর্ধেক বাস্তবায়ন করে ফেলেছে।"

অন্যদিকে সন্তু লারমা বলে বেড়াচ্ছেন যে "জুম্মো জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ চুক্তির বিরোধীতা করছে মাত্র।" অথচ তিনিই আবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগার কারণে পুলিশের নিরাপত্তা ছাড়া কোথাও যেতে পারেন না। তারা কতটুকু জনবিচ্ছিন্ন এবং চুক্তির প্রতি জনগণের মনোভাব কি রকম তা এতেই প্রকাশ পায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সরকারের মন্ত্রী, সিকিমন্ত্রী, এমপি আর জনসংহতি সমিতির জেলা চামুন্ডাদের কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা আর দেখতে প্রস্তুত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণ আগের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক অভিজ্ঞ হয়েছে, আর পোড় খেয়ে আন্দোলন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তারা এখন জানে, নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই গড়তে হয়। তাই পাড়ায় পাড়ায় জনতা সংঘবদ্ধ হয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি আর অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি এলাকার মতো গুইমারার ছাত্র সমাজও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সরকারের বি-টিম জনসংহতি সমিতির বাড়াবাড়ি জনগণ আর বরখাস্ত করতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনরত UPDF এবং এর নেতৃত্বাধীন PGP-PCP-HWF-এর পতাকা-তলে সমবেত হয়ে জনতা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।

আন্দোলনের আরো এক সাহসী দৃষ্টান্ত

(শেষ পাতার পর)

দেয়া যাবে না, তার প্রমাণ আজকের এই সমাবেশ। ছাত্র জনতা বীরত্বের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সমাবেশে যোগদান করেছে। তাই সরকারের উচিত অবিলম্বে পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়া। সরকার যতই তালবাহানা করবে ততোই তাকে খেসারত দিতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, জনগণের সাথে প্রতারণা, ভাওতাবাজি ও ষড়যন্ত্রের জন্য সন্তু লারমাকে জুম্ম জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সন্তু লারমা এতোদিন ধরে জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল, আপোষ চুক্তি করে জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে, এরজন্য তাকে একদিন জনতার আদালতে হাজির হতে হবে।

সমাবশে শেষে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট লক্ষীছড়ি থানা কমিটি এবং ১১ সদস্য বিশিষ্ট বর্মাছড়ি ইউপি কমিটি গঠন করা হয়। থানা কমিটিতে রাজেন্দ্র চাকমা, মংসে প্রু মারমা, সুপার জ্যোতি চাকমা যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্মাছড়ি ইউপি কমিটিতে শিশি ধন চাকমা, নিরণ বিকাশ চাকমা, জয়ন্ত বিকাশ চাকমাকে যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী সমাধান

সংগঠন সংবাদ

পিসিপি মাইচছড়ি শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মহালছড়ি থানা শাখার অন্তর্গত মাইচছড়ি ইউপি শাখার ৪র্থ কাউন্সিল ও সম্মেলন ১৯শে জানুয়ারি মাইচছড়ি হাই স্কুল মাঠে .সম্পন্ন হয়েছে।

সম্মেলন শুরুর পূর্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। শত শত ছাত্র-জনতা এই র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। পরে মাইচছড়ি শাখার সভাপতি নিকালো চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন নব গঠিত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য দীপ্তি শংকর চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা, পাহাড়ী গণ পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমারী চাকমা, ইলিরা দেওয়ান, রূপক চাকমা, জয় মোহন চাকমা, বেনজিন চাকমা ও মেকী খীসা প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, সরকার ও জেএসএস জনস্বার্থ বিরোধী চুক্তি করে জুম্ম জনগণের অধিকার খর্ব করেছে। জুম্ম জনগনের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য আওয়ামী লীগ সুগভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আর এই জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সন্তু লারমা চক্র। সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়নের জন্য তারা এখন উঠে পড়ে লেগেছে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর উপর সরকারের পক্ষ হয়ে নগ্ন হামলা চালাচ্ছে। বক্তারা সরকারের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নতুন করে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে নব গঠিত ইউপিডিএফ-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

পরে সাইদি অং মারমাকে সভাপতি, মিঠুশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শুভাশীষ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা।

পিসিপি ভাইবোন ছড়া শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি : পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি সদর থানাস্থ ভাইবোন ছড়া ইউপি শাখার ৩য় বার্ষিক সম্মেলন ও ৪র্থ কাউন্সিল ১৬ই জানুয়ারি অত্র শাখার সভাপতি দেবদন্ত ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নব গঠিত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সদ্য কারামুক্ত নেতা সঞ্চয় চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক সদ্য কারামুক্ত ছাত্রনেতা ধর্ম জ্যোতি চাকমা। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মনাং দেওয়ান, চপল দেওয়ান, অনুপম চাকমা প্রমুখ। সম্মেলন শুরুর পূর্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। র‍্যালীটি দেওয়ান পাড়া, ভাইবোন ছড়া বাজার প্রদক্ষিণ করে প্রাইমারী স্কুল মাঠে এসে শেষ হয়।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে পিসিপি সব সময় ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। নব গঠিত ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় এবং সাথে সাথে জুম্ম জনগণকেও এই আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানানো হয়।

পরে নীতিবরণ ত্রিপুরাকে সভাপতি, অরুণ বিকাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুদীপ্ত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ধর্ম জ্যোতি চাকমা। সভা পরিচালনা করেন সুশান্ত চাকমা।

ঘিলাছড়ি ইউপি শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এলাকার শত শত নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গত ২২ শে জানুয়ারি ঘিলাছড়ি ইউপি শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কানন বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য দীপ্তি শংকর চাকমা, পাহাড়ী গণ পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সচিব চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, কুতুকছড়ি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অভিলাষ চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাহ্না চিং মারমা, সহ সাধারণ সম্পাদক রূপক চাকমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডমিনিক ত্রিপুরা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমারী চাকমা, দপ্তর সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান ও ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেকী খীসা।

সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা বলেন, জনসংহতি সমিতির তথাকথিত শান্তিচুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণের অধিকার অর্জিত হয়নি। এতে বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ সন্তু লারমা চক্র ও তার দোসরদের সরকারি মন্ত্রীত্ব ও তথাকথিত আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদ নিশ্চিত হয়েছে মাত্র। বর্তমানে সন্তু লারমা চক্রের ভূমিকার সাথে কুখ্যাত সরকারী চর দায্যা ভুবন্যার কোন পার্থক্য নেই। গণদুশমন বিশ্বাসঘাতক সন্তু লারমার নির্দেশে তার পোষ্য সন্ত্রাসী গুন্ডাবাহিনী বর্তমানে যারা আন্দোলন সংগ্রামের কথা বলছে, যারা জনগণের অধিকারের কথা বলছে তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে। তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে ও হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তারা সরকারকে লাভবান করছে। নেতৃবৃন্দ মনে করেন গণদুশমন সরকারি এজেন্ট সন্তু লারমা চক্রকে প্রতিহত না করে নতুন করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর লড়াকু জুম্ম জনগণ বিশ্বাসঘাতকদের কখনো ক্ষমা করেনি। সকল ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও গণশত্রুদের মোকাবিলা করেছে সাহসের সাথে। জাতীয় বেঈমান সন্তু চক্রকেও জনগণ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। আন্দোলন সংগ্রামে যারা কাঁটা ও বাধা হয়ে দাঁড়াবে জনগণ তাদেরকে বরদাস্ত করবে না।

পরে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে কানন বিকাশ চাকমা সভাপতি, সুবাস চাকমা সাধারণ সম্পাদক ও প্রিয় লাল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাহ্না চিং মারমা।

সুষ্ঠুভাবে নান্যাচর ৫ম গণহত্যা বার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ প্রশাসন ও দুই নাম্বারীদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পিজিপি, পিসিপি ও এইচ ডব্লিউএফ যৌথভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে নান্যাচর গণহত্যার ৫ম বার্ষিকী পালন করেছে।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৯টায় র‍্যালী বের হয়। শহীদদের সম্মানে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পনের পর শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শত শত জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত শোক সমাবেশে সভাপতিত্বে করেন সচিব চাকমা। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিজিপি'র অনিল বিকাশ চাকমা, শুভাশীষ চাকমা, পিসিপি'র রূপক চাকমা, মনাং দেওয়ান, দেবেন চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, তথাকথিত শান্তি চুক্তির পর গণদুশমন সন্তু লারমা সাংবাদিকদের সামনে নান্যাচর, লোগাং সহ সকল গণহত্যাকে এবং কল্পনা চাকমার অপহরণকে বিতর্কিত ইস্যু বলে মন্তব্য করেন। এর মাধ্যমে তিনি শহীদদের অবমাননা করেছেন। এরপর তার দোসর ভাড়াটে গুণ্ডারা গতকালও (১৬ নভেম্বর '৯৮) গণহত্যার খুনীদের সাথে একত্রে মিছিল করে আবারো শহীদদের অবমাননা করেছে। এতে প্রমাণিত হয় সন্তু লারমা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সরকারের লেজুর বৃত্তি করা ছাড়া কোন পথ নেই। সরকারের নীল নকসা বাস্তবায়নই তাদের একমাত্র কাজ।

বক্তারা আরো বলেন- নান্যাচর গণহত্যার পর সন্তু লারমা তৎকালীন বিএনপি সরকারের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকে নান্যাচর গণহত্যা বিষয়ে তিনি কোন কথাই উত্থাপন করেননি। তখনই সন্তু লারমার বিচ্যুতি বুঝা গিয়েছিল। আসলে সে সময় থেকেই তিনি জনস্বার্থ নয়, নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চুক্তির পর তা পরিস্কার হয়েছে, চুক্তিতে জনগণ কিছুই পাইনি। সন্তু লারমা যা আদায় করেছেন তা হলো-নিজের মন্ত্রীত্ব, জেএসএস-এর কতিপয় নেতার আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদ।

বক্তারা জনগণের প্রতি আহ্বান রেখে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমাধান হচ্ছে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন। এই দাবি আদায়ে তিন সংগঠন আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। নেতৃবৃন্দ সকল স্তরের জনগণকে এ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

শহীদ অমরের ৩য় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে ৭ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্তরে শহীদ অমরের ৩য় মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেকী খীসা। স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ অমর বিকাশ সেদিনকার সেনা মদদপুষ্ট মুখোশবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারান। সেদিন তিনি প্রতিরোধের প্রথম সারিতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর মৃত্যু পরবর্তী আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তুলেছিল।

বক্তারা আরো বলেন, আজ সেই মুখোশ-বাহিনী আর নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুখোশ বাহিনীর মুখোশ ধারণ করে আর্বিভূত হয়েছে সন্তু লারমা ও তার চক্র। মুখোশ বাহিনীর মতো তারা আজ রক্তের নেশায় উন্মাদ। তারা এক বছরের মধ্যে কুসুম প্রিয়, প্রদীপ লাল, বীর লাল কার্বারী, হরেন্দ্র, হুরিক্যা, মৃণাল, আনন্দময়-এর জীবন কেড়ে নিয়েছে। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে তিন সংগঠন জনগণকে সাথে নিয়ে এদের প্রতিরোধ করবেই। এসব হত্যার একদিন বিচার হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন-কবিতা চাকমা, রুইসা অং মারমা, মিঠুন চাকমা প্রমুখ।

মানিকছড়ি-রামগড় থানায় পিসিপি নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক সফর সমাপ্ত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মানিকছড়ি থানা শাখা ও গুইমারা শাখার যৌথ উদ্যোগে ১১ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী রামগড় ও মানিকছড়ি থানার প্রত্যন্ত এলাকায় সাংগঠনিক সফর সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে।

দুই শাখা হতে ১৮ সদস্যের সাংগঠনিক টীমের নেতৃত্ব দেন মানিকছড়ি থানা শাখার সভাপতি অংশে মারমা ও গুইমারা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিল্টন চাকমা। সাংগঠনিক টীমটি হাফছড়ি, ধুগ্যাপাড়া, ফকির নালা, ওয়াকছড়ি ও শণখলা গ্রাম সফর করে। তারা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় মিলিত হন। নেতৃবৃন্দ আপোষ চুক্তির অসারতা, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দেন এবং আন্দোলনে তাদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংগঠনিক সফরের শেষ দিনে শণখলা পাড়ায় জেএসএস সমর্থনপুষ্ট দুই নাম্বারী আখ্যা পাওয়া সন্ত্রাসী কাজাই মারমা (৪৫) [শান্তিবাহিনী থেকে বহিস্কৃত হলেও বর্তমানে জেএসএস-এর সহযোগিতায় চাঁদাবাজি সহ সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত] ও তাপস চাকমা (৩৫) এর নেতৃত্বে ৮ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাদের সফরের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি।

পিসিপি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল ২৮ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফে-টোরিয়ায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন ত্রিরতন চাকমা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা।

কাউন্সিলে বক্তারা বলেন, সকল বাধা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চলবে। আদমবেপারী সন্তু লারমা খুন ও সন্ত্রাসের রাজনীতি জুম্ম জনগণের জন্য কখনো শুভ হতে পারে না। জুম্ম ধ্বংসের সরকারের নীলনক্সা বাস্তবায়নে সন্তু লারমাসহ তার চক্রটি উঠে পড়ে লেগেছে। তাই সকল বিবেকবান মানুষকে এই লাম্পট্য ও সুবিধাবাদী ধারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আন্দোলন সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে কখনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না।

কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন দীপায়ন খীসা, জ্ঞানজ্যোতি চাকমা, রিপল চাকমা, নেচার চাকমা, অংসুথুই মারমা প্রমুখ। পরে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে নেচার সভাপতি অংসুথুই সাধারণ সম্পাদক ও জিকু সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপায়ন খীসা।

চুক্তির এক বছর অতিক্রান্ত ঃ

(১ম পাতার পর)

করছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী সরকারগুলো ঐ পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ছাউনীর বিস্তৃতি ঘটিয়ে, বহিরাগত অনুপ্রবেশ করিয়ে, নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালিয়ে পাহাড়ীদের উচ্ছেদ ও ধ্বংস করার যাবতীয় পন্থা গ্রহণ করে।

২১ বছর পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ আগের চাইতে সুকৌশলী হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের শুভাকাঙ্খী ও দরদী সেজেছে। '৯১ ও '৯৬-এর নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দেবার অস্পষ্ট কথাবার্তা ও নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। এতে দু'বারেই আওয়ামী লীগ আশাতীত ফসল তুলতে সক্ষম হয়েছে।

১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮ আনুষ্ঠানিক আত্মসমপর্ণের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তু লারমার সমর্পণ করা অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দেননি, বরং লুফে নিয়েছিলেন। বিনিময়ে সন্তু লারমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সাদা গোলাপ। হাস্যোজ্জল ছবিও তুলেছিলেন। ইতিপূর্বেও শেখ হাসিনা সেনাসৃষ্ট "মুখোশ" নামে পরিচিত দুর্বৃত্তদের সাথেও হাস্যোজ্জ্বল ছবি উঠিয়েছিলেন। সে ছবি "সাপ্তাহিক পার্বতীর" মতো সেনাবাহিনী পরিচালিত পত্রিকার শোভাবর্ধন করেছিলো। শেখ হাসিনা সে সময় ছিলেন বিরোধীদলীয় নেত্রী। জনতার কাছে "মুখোশ" নামে পরিচিত দুর্বৃত্তদের সেনাবাহিনী নাম রেখেছিলো 'তথাকথিত PPSPC (পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ-পাহাড়ী গণ পরিষদ সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি)।

আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ শেষে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের কাছে বলেন "... বহুদিন পরে আজ স্বস্তিবোধ করছি!" সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি "লোগাং গণহত্যা ও কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনাকে বিতর্কীত বিষয়" বলে উড়িয়ে দেন। [বিবিসি'তে প্রচারিত ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮ সান্ধ্য অধিবেশনের সন্তু লারমার সাক্ষাৎকার; আরো দেখুন ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৮ জাতীয় পত্র/পত্রিকাঃ জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ ...]

এ যাবৎ ক্ষমতাসীন সরকারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে যা বলে আসছিলো, আত্মসমর্পণ করে সন্তু লারমা সরকারের পক্ষ হয়েই সে সব বলে বেড়াচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সরকার যে নিপীড়ন-নির্যাতন চালাতো, সন্তু লারমা এখন সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে তাই করছেন। পাহাড়ী জনগণের অনিষ্ট করে সরকারের বিশ্বাসভাজন হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আখের গুছিয়ে নেয়াই যে এর একমাত্র উদ্দেশ্য তা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়। ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা দৃষ্টি লাভ করার হীন উদ্দেশ্য বর্তমানে সুযোগ সন্ধানীদের মধ্যে যে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা চলছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির গুটিকতক নেতা এখন বলতে গেলে পুরোপুরি সরকারের বি-টিম বা জুনিয়র পার্টনারের ভূমিকা পালন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি সম্প্রীতি তথা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা আর তাদের লক্ষ্য নয়। এমন কি জনসংহতি সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত সাধারণ কর্মীদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেবার ব্যাপারেও তাদের মাথা ব্যথা নেই।

সরকারের "জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংসের" ভয়াবহ পলিশি বাস্তবায়ন করতে এই গোষ্ঠিটি আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হবার পর এ পর্যন্ত তাদের হাতে ৬ জন পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের শরীক নেতাকর্মী খুন হয়েছে। ৪ এপ্রিল '৯৮ পানছড়িতে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান কুসুমপ্রিয় চাকমা ও পাহাড়ী গণপরিষদের থানা সভাপতি প্রদীপ লাল চাকমা, মাইচছড়িতে এ বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অপহৃত হয়ে খুন হয়েছে গণপরিষদের কর্মী হরেন্দ্র দেওয়ান ও পিসিপি কর্মী হরিক্ষ্যা চাকমা, ৮ ফেব্রুয়ারি অপহৃত হয়ে খুন হয়েছেন মৃণাল চাকমা ও আনন্দময় চাকমা। পানছড়িতে গণপরিষদ নেতা কুসুমপ্রিয় ও প্রদীপ লালকে খুন করে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠে সন্তু লারমা বলেছিলেন, আরো হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকারীদের ধ্বংস করার জন্য জনসংহতি সমিতি সেনাবাহিনী, স্পাই, প্রতিক্রিয়াশীল, দালাল, মুখোশ .... সবার সাথে আঁতাত করবে। সন্তু লারমা ও তার দোসররা যে সমাজ-জাতিকে ধ্বংস করার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে, তা প্রমাণের জন্য মাথা খাটাতে হয় না।

পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি তা দিবালোকের মতোই পরিস্কার। ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৮ শান্তিবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের দিনে নিছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে সমস্ত ধরনের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবির ব্যানার উঁচিয়ে ধরে পাহাড়ী গণপরিষদ-পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ- হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সংগ্রামী সেনানীরা বিশ্ববাসীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আকাঙ্খার কথা জানিয়ে দিয়েছিলো।

জনসংহতি সমিতি নামধারী গোষ্ঠিটির মুষ্টিমেয় নেতাকে নানান প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জব্দ করতে পারলেও, ক্ষমতাসীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি, জনগণকেও কিনে নিতে পারেনি। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন রাজনৈতিক দল United People's Democratic Front (UPDF) গঠিত হওয়ায় আন্দোলন-সংগ্রামে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। UPDF-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণ ঐকবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলছে দেখে, ক্ষমতাসীন সরকার ও জনসংহতি সমিতির চেলাচামুণ্ডারা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারবে না বুঝতে পেরে তারা নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

আত্মসমর্পণকারী জনসংহতি সমিতির কেষ্টু-বিষ্টুরা আন্দোলন করার কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার দূরভিসন্ধিতে মেতে উঠেছে। লিখিত-অলিখিত চুক্তির ধুয়ো তুলে লোক দেখানো সরকারের সমালোচনা করে প্রকারান্তরে সরকারকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সহায়তা দিচ্ছে। আর নিজেরা ও জনগণের কাছে যাবার ফান্দি আঁতছে। সেনা-পুলিশের কড়া প্রহরায় তারা সমাবেশ করতে যায়। সরকারি দলের মন্ত্রী-সিকি মন্ত্রীদের মতোই তাদের ভাব সাব। শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপও আত্মসমর্পণ করে সেনা-পুলিশের নিরাপত্তায় সভা করেছিল, তারাও আন্দোলনের কথা বলেছিল। জনসংহতি সমিতি নতুন বোতলে পুরাতন মদ ঢেলে অহেতুক গণআন্দোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মেয়াদ ইতিমধ্যে অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেছে। জনসংহতি সমিতির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বছরেরও অধিক হয়ে গেলো। দেশে নতুন করে বিরোধী দলীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। নির্বাচনের দাবি জোরদার হচ্ছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাইবে। সরকারের মনোযোগ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে নেই, তা তাদের কার্যকলাপ থেকেই বুঝা যায়। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবার বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হবার মতলবে তারা বিভোর। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারো লোক ঠকানোর উদ্দেশ্যে কলাকৌশল খাটাবে। নির্বাচনী ইশতেহারে চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভোট চাইবে। বিএনপিও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। দফায় দফায় বৈঠক চালিয়ে ক্ষমতার মেয়াদ পার করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও ঐ একই কায়দায় অগ্রসর হচ্ছে। জনসংহতি সমিতিও আওয়ামী লীগের জুনিয়র পার্টনার হিসেবে কিছু সময়ের মধ্যে সুর পাল্টাবে। আবার আওয়ামী লীগের পক্ষে কথাবার্তা বলবে। তারা বরাবরই বলে যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাদের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।

জনসংহতি সমিতি আওয়ামী লীগের পলিশির বাইরে কিছুই করতে পারবে না। আওয়ামী লীগের মধ্যে যে জুম্মো মন্ত্রী ও এমপি রয়েছে, তাদেরকে দিয়ে জনসংহতি সমিতিকে সরকার কাউন্টার দিচ্ছে। সরকারের কৃপা দৃষ্টিতে থাকার জন্য আত্মসমর্পণকারী জনসংহতি সমিতির চেলাচামুন্ডরা লোক দেখানো গরম কথা বললেও, সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করতে পারবে না। তারা যা করবে তা হচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে উঠলে তা দমনে সরকারকে সহায়তা দেয়া। জনসংহতি সমিতির নাকে চুক্তি বাস্তবায়নের মূলা ঝুলিয়ে রেখে সরকার ক্ষমতার মেয়াদ পার করে দেবে। এবং পরবর্তী নির্বাচনেও বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মতলবে রয়েছে।

বিরোধী দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য কিছু দক্ষিণপন্থী খুচরা দল চুক্তি বিরোধীতার নামে প্রকারান্তরে সরকারকেই সহায়তা দিয়েছে এবং বর্তমানেও দিচ্ছে। এতে আওয়ামী লীগ জনসংহতি সমিতিকে বিরোধীদলের ভীতি দেখাতে পারছে। আবার পরিকল্পনা মতো না চললে, নিজ দলীয় পাহাড়ী মন্ত্রী-এমপিদের দিয়ে জব্দ করে রাখছে।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার সাজানো নাটকে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এটাই হচ্ছে আজকের দিনে বাস্তব সত্য।

নতুন পার্টির আত্মপ্রকাশ

(১ম পাতার পর)

পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রতিনিধিগণ পার্টির প্রাথমিক ঘোষণাও (manifesto) অনুমোদন করেন। এরপর প্রসিত খীসাকে আহ্বায়ক করে পার্টি পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন রবিশঙ্কর চাকমা, সঞ্চয় চাকমা, ধ্রুবজ্যোতি চাকমা ও দীপ্তি শঙ্কর চাকমা।

তোমার হলো সারা আমার হলো শুরু ঃ

যেদিন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশদের দ্বারা পদানত হয়, সেদিন থেকে জুম্ম জনগণের মুক্তির আকাঙ্খার জন্ম। আর এই আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়ন করতে শুরু হয় সংগ্রামের দীর্ঘ পদযাত্রা। আন্দোলনের গুরুভার কাধে নিতে আবির্ভাব ঘটে বহু সংগঠনের। সময় ও বাস্তবতা নির্ধারিত ভূমিকা পালন করে একে একে বিদায় নিতে হয় প্রত্যেকটির। ৭০ দশকের প্রথমদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূর্ত হয় জনসংহতি সমিতি। আদর্শ ছিল জুম্ম জাতীয়তাবাদ। কিন্তু সকল আদর্শচ্যুত দিকভ্রষ্ট জেএসএস-এর পালাও শেষ। তার বিদায় ঘন্টা বেজে ওঠে বহু আগে। দৃশ্যপট থেকে অবশেষে হারিয়ে যেতে চলেছে জেএসএসও। বিদায় জেএসএস! বিদায় বিশ্বাসঘাতকতা!! বিদায় সকল ষড়যন্ত্র ও নষ্টামি!!!

বিশ্ব ইতিহাসের এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম - কারোর তিরোভাব, কারোর আবির্ভাব। কারোর ক্ষয়, কারোর বিকাশ। তাই জেএসএস-এর অধঃপতনের পাশাপাশি বিকাশ ঘটতে থাকে নতুন এক শক্তির। জনতার সুসংহত শক্তির, বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ইউপিডিএফ নামে যার অনিবার্য আত্মপ্রকাশ। সুতরাং জরাজীর্ণ পুরাতনের বিদায়, আর সম্ভাবনাময় নতুনের শুরু। জেএসএস-এর হলো সারা, ইউপিডিএফ-এর হলো শুরু।

ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্ব ঃ

ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে যারা আছেন, তাদের রয়েছে এক দশকের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আর পেছনে রয়েছে বহু বছরের লড়াই সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্য। ইউপিডিএফ এই সংগ্রামী ঐতিহ্যেরই ধারক বাহক, যোগ্য উত্তরসুরী।

আসুন পেছনে ফিরে তাকাই। দেখা যাক কি আছে ইউপিডিএফ- অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে।

(১) ৮০ দশকের শেষের দিকে জনসংহতি সমিতির আন্দোলন যখন নিভু নিভু, তখনই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আবির্ভাব। আজ যারা ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে রয়েছেন সে সময় তারাই ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের রূপকার। এই নেতৃত্ব জুম্ম ছাত্রসমাজকে একই পতাকাতলে সংঘটিত করতে সক্ষম হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে দেয় সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে। হতাশাক্লিষ্ট মানুষের মনে জেগে ওঠে হারানো স্বপ্ন। নতুন আশায় বাঁধে বুক। সামিল হয় অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন সংগ্রামে।

(২) '৯২ সালে লোমহর্ষক লোগাং গণহত্যার পর ঐতিহাসিক লংমার্চে নেতৃত্ব দেয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যার প্রধান ছিলেন তখন প্রসিত খীসা। বাঁধ ভাঙা পানির মতো হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে সে সময়। পিসিপি'র সফল নেতৃত্বের কারণে এই গণহত্যা দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

(৩) নিজেদের দাবি সম্পর্কে জনগণের মনে এমনকি ব্যাপক কর্মি বাহিনীর মনে ছিল অস্পষ্টতা। কারণ জেএসএস স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারণ করলেও তা তারা ব্যাপক জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। প্রসিত খীসার নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদই রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত সংগঠনের তৃতীয় কাউন্সিলে সুস্পষ্টভাবে স্বায়ত্তশাসনের ডাক দেয়। এই নেতৃত্বই স্বায়ত্তশাসনের দাবি জনপ্রিয় করে তোলে।

(৪) ইউপিডিএফ -এর নেতৃত্ব সকল প্রকার ভয় ভীতি ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেছে। অসংখ্য নেতা কর্মীকে কারাবরণ ও নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। সাহসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

(৫) ইউপিডিএফ নেতৃত্ব সরকারি এজেন্ট ও স্পাইদের দমন করেছে, সরকার ও সেনাবাহিনীর লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী মুখোশদের নির্মূল করেছে এবং সকল প্রকার দুলা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কোণঠাসা করে রাখতে পেরেছে।

(৬) জেএসএস যাতে আন্দোলনকে কানাগলিতে হারিয়ে নিতে না পারে সেজন্য এই নেতৃত্ব পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ডাক দেয় এবং আন্দোলনের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকে।

(৭) আপোষ চুক্তির দু'বছর আগে থেকেই ইউপিডিএফ নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে, জেএসএস আন্দোলন গুটিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। এই নেতৃত্ব জেএসএস-এর অধঃপতন ও বিচ্যুতিকে জনসমক্ষে উম্মোচিত করে দেয় এবং সকল ধরনের সুবিধাবাদীতা ও আপোষকামীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।

(৩য় পাতায় দেখুন)

খুনীদের রেহাই নেই

চার শহীদ বীর সম্মানে ভূষিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা তথা একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাঁচার ন্যূনতম দাবি 'পূর্ণস্বায়ত্তশাসন' আন্দোলনের লড়াই সংগ্রামে এক সপ্তাহের মধ্যে চারজন বীর শহীদ হয়েছেন।

শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্ষ্যাকে গত ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকে খাগড়াছড়ি সদরের ঠাকুরছড়া গ্রাম থেকে এবং শহীদ মৃণাল ও শহীদ আনন্দময়কে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি দীঘিনালা থানার কবাখালী এলাকার রনসভা কার্বারী পাড়া থেকে রক্ত পিপাসু, নরপিশাচ, আদমবেপারী, বেঈমান সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ভাড়াতে দুই নাম্বারীদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন।

শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্ষ্যার গলিত লাশ গত ১২ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি শহরের অদুরে আলুটিলায় গভীর অরণ্যের গভীর খাদ থেকে তিন সংগঠনের কর্মীদের সহায়তা পুলিশ উদ্ধার করে। তাদের গলিত লাশ হাত, পা, চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিল এবং পাথর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথা পাথর দিয়ে খুনীরা থেঁতলিয়ে দেয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরি দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। খুনীরা তাদের উপর যে নৃশংস নির্যাতন করেছিল, রক্তের নেশায় উন্মাদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শহীদ মৃণাল ও শহীদ আনন্দময়-এর গলিত লাশ গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পিসিপি কর্মীদের সহযোগিতায় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, থানা মেজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কবাখালী ইউনিয়নের গভীর অরণ্য বাইবা ছড়া থেকে উদ্ধার করে।

খুনীদের একজন মুরতি মোহন চাকমা (৩৪) ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, গত ৮ই ফেব্রুয়ারি মৃণাল ও আনন্দময় সাংগঠনিক কাজে কবাখালী এলাকায় রনসভা কার্বারী পাড়ায় যায়। ঐ গ্রামের জেএসএস-এর অঙ্গ সংগঠন যুব সমিতির সদস্য বিনোদ বিহারী চাকমা স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সেনাদের দিয়ে তাদেরকে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে বিনোদ বিহারী (স্থানীয় যুব সমিতির সদস্য), মুরতি মোহন (যুব সমিতির সভাপতি), শুদ্ধজয় সহ ৭/৮ জনের একটি দল গ্রামের কিছু দূরে কিনাচান চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে তাদেরকে ধরে ফেলে। সেখানেই তাদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। ঘটনাস্থলেই আনন্দময়ের মৃত্যু হয়। মৃণালকে সারাদিন হাত, পা, চোখ বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে খুনীরা চক্রান্ত করে ডাকাত ডাকাত চিৎকার করে মৃণালকেও খুন করে। তাদের দু'জনকে প্রথমে শামুক পুজ্যায় কবর দেওয়ার চেষ্টা করে খুনীরা। কিন্তু ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার সেখান থেকে লাশ অন্যত্র ছড়িয়ে ফেলে।

১২ ই ফেব্রুয়ারী একজন প্রত্যক্ষদর্শী পিসিপি কর্মীদের ঘটনাটি জানায়, এরপর পিসিপি'র পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও পুলিশকে জানানো হয়। জনপ্রতিনিধি, পুলিশসহ পিসিপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে খুনীদের একজন মুরতি মোহন পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পিসিপি কর্মীরা তাকে ধরে ফেলে এবং তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী কবাখালী এলাকার গভীর অরণ্য বাইবা ছড়া থেকে মৃণাল ও আনন্দময়ের লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষভাবে ৭/৮ জন জড়িত থাকলে ও এর পিছনে জাতীয় বেঈমান, গণশত্রু সন্তু চক্রের খুন, সন্ত্রাসের রাজনীতিও জড়িত। কারণ ২রা ডিসেম্বর তথাকথিত চুক্তি হওয়ার পর সন্তু লারমা জুম্ম জনগণের কাছে যে অপরাধ করেছে তা জায়েজ করার জন্য একের পর এক খুন করে যাচ্ছে। ৪ ঠা এপ্রিল '৯৮ পানছড়িতে কুসুমপ্রিয় ও প্রদীপ লালকে, ৩০ শে জানুয়ারি দীঘিনালার কার্বারী টিলার কার্বারী বীর লালকে খুন করা হয়। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে পিসিপি-পিজিপি'র চারজন কর্মীকে হত্যা করা হলো।

শহীদ হরেন্দ্র ও শহীদ হুরিক্যার লাশ তাদের নিজ গ্রাম গামারী ঢালায় ১৩ ই ফেব্রুয়ারি এবং শহীদ মৃণাল ও শহীদ আন্দময়ের লাশ দীঘিনালার বানছড়া বৈদ্য আদামে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিন সংগঠন থেকে সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এলাকার শত শত শোকার্ত জনতা অংশ গ্রহণ করে।

সংগঠনের পতাকাআবৃত শহীদদ্বয়ের মরদেহ। দাহ করার পূর্বে UPDF-এর সংগ্রামী সহযোদ্ধারা সর্বোচ্চ সম্মান জানাচ্ছেন।

আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর কাণ্ড !!

রাজনৈতিক অধঃপতন ব্যক্তির চারিত্রিক অধঃপতনকে ডেকে আনে। অথবা উল্টোও হতে পারে। কিন্তু খাগড়াছড়ির গাছবান এলাকায় পূর্ণ বিকাশ চাকমা ওরফে দেড় আড়ি, (৩০) (শান্তিবাহিনীর ছদ্মনাম প্রসেনজিৎ) নামে একজন আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রথমটিই ঘটেছে। সে গত ২৫ শে জানুয়ারি অপর সঙ্গী নিয়ে মুরগী চুরি করতে গেলে এলাকার লোকজন তাদেরকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। জনতার রোষানল থেকে বাঁচলেও তাদেরকে জনতার আদালতে হাজির হতে হয়। তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তি হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে বিচারের সময় প্রচুর উৎসুক লোকজনের সমাগম ঘটেছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনা এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ অধুনা লুপ্ত শান্তিবাহিনীর সদস্য হিসাবে আত্মসমর্পনের আগে সিলেট ডিস্ট্রিক-এ কর্মরত ছিল।

পিসিপি রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে রেখে রাঙামাটি শহরের পিসিপি কর্মীরা গত ৮ ফেব্রুয়ারি এক সভায় মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দাবানল চাকমা।

সভায় রাঙামাটি শহর এলাকার পরিস্থিতি সহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। উপস্থিত কর্মীরা সকলেই রাঙামাটি শহরে পূর্ণস্বায়ত্ত-শাসনের দাবি জোরদার করার লক্ষ্যে পিসিপি রাঙামাটি জেলা শাখা কমিটি গঠনে একমত হয়। পরে সাত সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মিন্টু চাকমা, যুগ্ম আহ্বায়ক সুবাস চাকমা ও ধনময় চাকমা, সদস্য সচিব দেবেন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পতিভ চাকমা।

পিসিপি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ৩য় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ৮ম কেন্দ্রীয় কমিটির ৩য় সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সভা ৩-৪ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ বর্ধিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা।

দু'দিনের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, আদমবেপারী জাতীয় বেঈমান সন্তু লারমা ও তার ভাড়াটে গুন্ডাদের দ্বারা হত্যা, সন্ত্রাস করেও পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে প্রতিহত করা যাবে না। এই সময়ে সকলকে শান্ত থাকার এবং ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানানো হয়।

আন্দোলনে আরো এক সাহসী দৃষ্টান্ত

১৪৪ ধারা লংঘন করে লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ প্রশাসনের ষড়যন্ত্র-মূলক ১৪৪ ধারা, পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও বাধাকে উপেক্ষা করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ লক্ষীছড়ি থানা শাখার ৫ম কাউন্সিল ২৪ জানুয়ারি লক্ষীছড়ি বাজার মাঠে সম্পন্ন হয়েছে যা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আন্দো-লনের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কর্মসূচি অনুযায়ী পিসিপি লক্ষীছড়ি থানা শাখার কাউন্সিল ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আগে থেকেই অবহিত করা হয়। ব্যাপক প্রচারণা ও জনসংযোগও চলতে থাকে। কিন্তু কাউন্সিলের দিনে থানা প্রশাসন থেকে রহস্যজনকভাবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। (স্মারক নং ৪৩/আইন-শৃঙ্খলা)

এদিন সকাল থেকেই ছাত্র-জনতা সমাবেশ স্থলে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু আগে থেকেই পুলিশ সমাবেশ স্থল ঘিরে রাখে, এ.এস.পি. রামগড় সার্কেলের মোঃ আবদুল মান্নান-এর নেতৃত্বে পুলিশ কোন ধরনের জমায়েত ও মাইক বাজাতে বাধা দেয়। এ সময় ছাত্র-জনতার মধ্যে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরে পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাহ্না চিং মারমা-র নেতৃত্বে একটি দল লক্ষীছড়ি থানার টিএনও-র সাথে দেখা করে। টিএনও একই স্থানে পিসিপি ও জেএসএস-এর সমাবেশের কথা বলেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ জেএসএস সমাবেশ করবে এ ধরনের কোন কাগজপত্র পেয়েছেন কিনা প্রশ্ন করলে, তিনি পাননি বলে জানান। টিএনও ব্যাপারটি বুঝতে পেরে এএসপিকে দোষারোপ করেন।

প্রশাসনের ষড়যন্ত্র ও উদ্দেশ্যমূলক ১৪৪ ধারা জারি যখন পরিস্কার হয় তখন ছাত্র-জনতা পুলিশের সকল বাধা উপেক্ষা করে বিরাট মিছিল বের করে। মিছিলটি থানার সকল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি সমাবেশ স্থলে এলে পুলিশ আবারো বাধা দেয়, অবশ্য এ সময় এএসপি মোঃ আবদুল মান্নানকে সমাবেশ স্থলে আর দেখা যায়নি। তার অধীনস্থ কর্মকর্তারাই সমাবেশ করতে বাধা দেয়। এতে ছাত্র-জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লে, বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অবস্থা বেগতিক দেখে সমাবেশস্থল থেকে চলে যায়।

এরপর ছাত্রনেতা প্রবিল কুমার চাকমার সভাপতিত্বে শত শত ছাত্র-জনতার উপ-স্থিতিতে সমাবেশ ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর সদস্য দীপ্তি শংকর চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাহ্না চিং মারমা, সহ সাধারণ সম্পাদক রূপক চাকমা, পাহাড়ী গণ পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি অনিল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমারী চাকমা, উথাই চিং মারমা ও সুজেন্দ্র চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে তিন সংগঠন পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। সরকার ও জেএসএস-এর মধ্যে সম্পাদিত আপোষ চুক্তি পাহাড়ী জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। চুক্তিতে পাহাড়ী জনগণের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি অধিকার, সেটেলার ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কোন উল্লেখ নেই। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যখনই জোরদার হচ্ছে তখনই সন্তু লারমা চক্র গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। সন্তু লারমার ইঙ্গিতে সরকার-প্রশাসন পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দো-লনকে বাধা প্রদান করছে। তিন সংগঠনের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দিয়ে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। জেএসএস সরকারের নীল নক্সা অনুসারে জুম্ম জাতিকে ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিছু বিপথগামী যুবককে মদ, গাঁজা, হিরোইনে আসক্ত রেখে জেএসএস তাদেরকে তিন সংগঠনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে।

বক্তারা সরকার ও জেএসএস-এর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "কোন প্রকার ষড়যন্ত্র, হয়রানি করে আন্দোলনকে থামিয়ে

(৫ম পাতায় দেখুন)

বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় PGP-PCP-HWF কর্মীদের মাধ্যমে স্বাধিকার প্রকাশনা দপ্তরে তথ্য, প্রতিবেদন ও অন্যান্য লেখা পাঠিয়ে দিন।

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধিকার সম্পাদক মণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত